বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫ রহিতক্রমে উহা যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু প্রাণী রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেইহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ অধ্যাদেশ, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) 'আমদানি' অর্থ কোনো প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য জল, স্থল ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আনয়ন;

(খ) 'উপযুক্ততা সনদ' অর্থ কোনো প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য মানুষ বা প্রাণীর খাদ্য বা ব্যবহারের উপযুক্ততা সম্পর্কে সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত উপযুক্ততা সনদ;

(গ) 'প্রাণী' অর্থে নিম্নবর্ণিত সকল ধরনের প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা :

(অ) মানুষ ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী;

(আ) পাখি;

(ই) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী;

(ঈ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণী; এবং

(উ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোনো প্রাণী।

(ঘ) 'প্রাণিজাত পণ্য' অর্থ প্রাণী বা প্রাণীর মৃতদেহ হইতে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, সংগৃহীত বা প্রস্তুতকৃত যে-কোনো পণ্য এবং প্রাণীর মাংস, রক্ত, হাড়, মজ্জা, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, চর্বি, প্রাণী হইতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী, বীর্য, ভ্রূণ, শিরা-উপশিরা, লোম, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত প্রাণীদেহের অন্য যে-কোনো অংশ বা প্রাণিজাত পণ্যও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(চ) 'মহাপরিচালক' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ছ) 'মৃতদেহ' অর্থ কোনো প্রাণীর মৃতদেহ এবং ইহার যে-কোনো অংশও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) 'স্বাস্থ্যসনদ' অর্থ প্রাণীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত' স্বাস্থ্যসনদ;

(ঝ) 'রপ্তানি' অর্থ কোনো প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য জল, স্থল ও আকাশপথে বাংলাদেশ হইতে বিদেশে প্রেরণ;

(ঞ) 'রোগাক্রান্ত' অর্থ কোনো সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত বা সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত;

(ট) 'সঙ্গানিরোধ' (Quarantine) (অর্থ প্রাণী রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তার রোধকল্পে প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য স্বতন্ত্রীকরণ (isolation) এবং পরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো স্থান বা আঙিনায় আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে উক্ত প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অন্তরিন রাখা;

(ঠ) 'সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা' (Quarantine Officer) অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন নিযুক্ত সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা;

(ড) 'প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ' অর্থ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রতিপালন ও উৎপাদনে ব্যবহৃত নির্ভেজাল, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব দ্রব্যাদি, যথা :

(ক) কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত প্রাণী-পাখির বীজ (Semen), ভ্রূণ, একদিন বয়সি হাঁস-মুরগির বাচ্চা (DOC), উর্বর ডিম (Fertile egg) ইত্যাদি; এবং

(খ) প্রাণী টিকা ও টিকা উৎপাদনের বায়োলজিক্স (Biologics) যেমন : আইসোলেট (Isolate), প্রোটিন, জিন (Gene) ইত্যাদি।

৩। **প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্যের সঙ্গানিরোধ, আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ ইত্যাদি।**—The Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950)-এর অধীন সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে জারিকৃত আমদানি বা রপ্তানি নীতি আদেশে বিধৃত শর্তে কোনো প্রাণী বা মানুষের রোগের কারণ হইতে পারে এইরূপ কোনো প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্যের সঙ্গানিরোধ, আমদানি বা রপ্তানি নিষিদ্ধ, সীমিত বা অন্য কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

৪। **ধারা ৩-এর অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা।**—ধারা ৩-এর অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এইরূপে কার্যকর হইবে যেন, উহা The Customs Act, 2023 (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) অতঃপর এই ধারার উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, ইহার ধারা-১৭ এর অধীন জারি করা হইয়াছে, এবং উক্ত Act-এর অধীন কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক কর্মকর্তাদের, সময়ে সময়ে, বাধা-নিষেধ আরোপ করিবার যে ক্ষমতা রহিয়াছে সেই একই ক্ষমতা উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্যের আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে, এবং উক্ত Act-এর বিধানাবলি একইরূপে এই অধ্যাদেশের ক্ষেত্রেও বলবৎ থাকিবে।

৫। **আগমন বা বহির্গমন স্থান নির্ধারণ।**—এই অধ্যাদেশের অধীন সঙ্গানিরোধের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে আগমন বা বহির্গমন স্থান এবং উহার সীমা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করিবে।

৬। **সঙ্গানিরোধের জন্য প্রাণী এবং প্রাণিজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণ।**—সঙ্গানিরোধের জন্য আটক সকল প্রাণী এবং প্রাণিজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, এবং তিনি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত প্রাণী এবং প্রাণিজাত পণ্যের সঙ্গানিরোধ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭। **সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে, সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) সঙ্গানিরোধের জন্য প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য আটক;

(খ) সঙ্গানিরোধের জন্য আটক প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য পরিদর্শন;

(গ) সঙ্গানিরোধের সময়সীমা নির্ধারণ;

(ঘ) সঙ্গানিরোধ অবস্থা হইতে প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য মুক্তকরণ;

(ঙ) নির্ধারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্নের জন্য যথাযথ আদেশ দান;

(চ) সঙ্গানিরোধের জন্য আটক প্রাণীর স্বাস্থ্যসনদ ইস্যুকরণ;

(ছ) নির্ধারিত পরীক্ষা সম্পন্নের পর রোগাক্রান্ত বলিয়া শনাক্তকৃত প্রাণী বা সংক্রমিত প্রাণিজাত পণ্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধ্বংসকরণ বা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তির আদেশ দান;

(জ) রোগাক্রান্ত প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন প্রাণীর গাত্রাবরণ, মলমূত্র, সরঞ্জামাদি, ঘাস, খড় ও খাঁচা অপসারণের আদেশ দান;

(ঝ) প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য পরিবহণের কার্যে ব্যবহৃত কোনো যানবাহন বা আঙিনা জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) ভ্রমণের অযোগ্য প্রাণী রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

(ট) আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে পরিবহণকালে ভ্রমণ বিরতির সময় প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য পরিদর্শন ও তৎসংক্রান্ত সনদপত্র প্রদান;

(ঠ) সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য আমদানিকারকের নিজ খরচে উহা ফেরত প্রদান বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির আদেশ দান; এবং

(ড) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। **সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি।**—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন প্রয়োজনীয়সংখ্যক সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন নিযুক্ত সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীন সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারী সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদন করিবে।

৯। **আমদানিকারক কর্তৃক আমদানির বিষয়ে অবহিতকরণ।**—প্রত্যেক আমদানিকারক কোনো প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত আমদানির অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে উক্ত আমদানিতব্য প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য সম্পর্কে সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবহিত করিবে।

১০। **প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি।**—যদি আমদানিকৃত কোনো প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক সঙ্গানিরোধের সময় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষা সম্পাদনের পর—

(ক) উক্ত প্রাণী রোগাক্রান্ত বলিয়া শনাক্ত হয়, এবং উক্ত রোগ চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে রোগমুক্ত করা সম্ভব না হয়; বা

(খ) উক্ত প্রাণিজাত পণ্য সংক্রমিত বলিয়া শনাক্ত হয় এবং উহা মানুষের বা প্রাণীর খাদ্য বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়; তাহা হইলে রোগাক্রান্ত বলিয়া শনাক্তকৃত উক্ত প্রাণী বা রোগাক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে আসিয়াছে এইরূপ প্রাণীর গাত্রাবরণ, মলমূত্র, সরঞ্জামাদি, ঘাস, খড়, খাঁচা বা অন্যান্য দ্রব্য বা উক্ত প্রাণিজাত পণ্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাজেয়াপ্ত হইবে।

১১। **বাজেয়াপ্তকৃত প্রাণী ইত্যাদির নিষ্পত্তি বা বিলি-বন্দেজ।**—ধারা ১০-এর অধীন বাজেয়াপ্তকৃত প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বা প্রাণীর গাত্রাবরণ, মলমূত্র, সরঞ্জামাদি, ঘাস, খড় ও খাঁচা বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উহা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তিনি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অপসারণের বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি বা বিলি-বন্দেজের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১২। **প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি ইত্যাদি।**—কোনো প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সঙ্গনিরোধের জন্য পালনীয় শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হইবে।

১৩। **বৈধ আমদানি লাইসেন্স ব্যতিরেকে আমদানিকৃত প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য-সম্পর্কিত বিধান।**—যদি বৈধ আমদানি লাইসেন্স এবং স্বাস্থ্যসনদ ব্যতিরেকে কোনো প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য আমদানি করা হয় এবং যদি উক্ত প্রাণী সংক্রামক ছোঁয়াচে রোগে (Contagious Disease) আক্রান্ত না হয়, বা প্রাণিজাত পণ্য যদি সংক্রমিত না হয়, তাহা হইলে সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

১৪। **প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ইত্যাদি।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক বা সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অনুরূপ আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের তারিখের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রতিকার লাভের উদ্দেশ্যে—

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট; এবং

(খ) আদেশটি যদি সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(গ) আপিলেট কর্তৃপক্ষ হিসাবে আদেশটি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হলে, সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন কোনো আপিল দাখিল হইলে, উহা দাখিলের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৫। **অব্যাহতি।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো প্রাণী শ্রেণি বা প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্যকে এই আইনের সকল বা যে-কোনো বিধানের কার্যকারিতা হইতে, উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্তে, অব্যাহতি দিতে পারিবে।

১৬। **কোম্পানি ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পিনির এমন প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা—এই ধারায়—

(ক) 'কোম্পানি' বলিতে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ এবং সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

১৭। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**—সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

১৮। **ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ বিচার ইত্যাদি।**—এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমতো, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

১৯। **দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশ বা বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন বা এই আইনের বা বিধির অধীন প্রাপ্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লঙ্ঘন

বা ব্যর্থতার দায়ে অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনূর্ধ্ব ১০,০০০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২০। **আপিল।**—এই অধ্যাদেশের অধীন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমতো, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোনো রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালতে আপিল করা যাইবে।

২১। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ।**—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

২২। **অপরাধের আমলঅযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।**—এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ আমলঅযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১)-এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে-কোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইতে পারে, যথা :

(ক) প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য আমদানির পূর্বে, আমদানিকালে বা আমদানির পরে পালনীয় শর্তাবলি নির্ধারণ;

(খ) প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্যের অবতরণ, পরিদর্শন, সঙ্গানিরোধ, বাজেয়াপ্তকরণ, আটক এবং প্রাণীর চিকিৎসা সেবার পদ্ধতি নির্ধারণ;

(গ) রোগ শনাক্তকরণের নিমিত্ত যথাযথ পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঘ) প্রাণী আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসনদের জন্য ফর্ম ও ফিস নির্ধারণসহ স্বাস্থ্যসনদ প্রদানের প্রয়োজনে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবা বা প্রতিষেধক টিকাদানের ফিস নির্ধারণ;

(ঙ) প্রাণিজাত পণ্যের আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে উপযুক্ততার সনদের জন্য ফর্ম ও ফিস নির্ধারণ;

(চ) আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে আগমন ও বহির্গমন স্থানের সীমা নির্ধারণ;

(ছ) প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্যের সঙ্গানিরোধ ব্যয়ের হার ও উহা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) সঙ্গানিরোধের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল আঙিনা, যানবাহন ও অন্যান্য স্থান পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণের পদ্ধতি নির্ধারণ; এবং

(ঝ) আমদানিকৃত প্রাণী শনাক্তকরণের পদ্ধতি নির্ধারণ।

২৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইহার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১)-বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ আইন, ২০০৫ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার অব্যবহিতপূর্বে রহিতকৃত Act-এর অধীন কোনো কার্য বা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত Act-এর বিধান অনুসারে এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন এই অধ্যাদেশ কার্যকর হয় নাই।